দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

ফিতনা আর্কাইভ ২০১৬

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৬ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প কেন হয় এবং ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? ৪

দাজ্জালের সাময়িক বিশ্রামস্থল ও প্রাসাদ তৈরী হয়ে গেছে!!! তা-ও মদীনার অদূরে!!! লোকচক্ষুর ১৩

আসুন সূরা কাহাফ থেকে অল্প কিছু কথা জেনে নেই..... ..... ১৬

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ? ২২

ইসলামের দৃষ্টিতে ভূমিকম্প কেন হয় এবং ভূমিকম্প হলে করণীয় কী?

Ahmad Faruq M

Senior Member

০১-০৪-২০১৬

ভূমিকম্প কেন হয়?

আবু হুরাইরা (রা.) কতৃক বর্ণিত, আল্লাহর নবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জিত হবে, কাউকে বিশ্বাস করে সম্পদ গচ্ছিত রাখা হবে কিন্তু তার খিয়ানত করা হবে (অর্থাৎ যার সম্পদ সে আর ফেরত পাবে না), জাকাতকে দেখা হবে জরিমানা হিসেবে, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত বিদ্যা অর্জন করা হবে, একজন পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে কিন্তু তার মায়ের সাথে বিরূপ আচরণ করবে, বন্ধুকে কাছে টেনে নিবে আর পিতাকে দূরে সরিয়ে দিবে, মসজিদে উচ্চস্বরে শোরগোল (কথাবার্ত) হবে, জাতির সবচেয়ে দূর্বল ব্যক্তিটি সমাজের শাসক রুপে আবির্ভূত হবে, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি জনগণের

নেতা হবে, একজন মানুষ যে খারাপ কাজ করে খ্যাতি অর্জন করবে তাকে তার খারাপ কাজের ভয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, বাদ্যযন্ত্র এবং নারী শিল্পীর ব্যাপক প্রচলন হয়ে যাবে, মদ পান করা হবে (বিভিন্ন নামে মদ ছড়িয়ে পড়বে), শেষ বংশের লোকজন তাদের পূর্ববর্তী মানুষগুলোকে অভিশাপ দিবে, এমন সময় আসবে যখন তীব্র বাতাস প্রবাহিত হবে তখন একটি ভূমিকম্প সেই ভূমিকে তলিয়ে দিবে (ধ্বংস স্তুপে পরিণত হবে বা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাবে)। [তিরমিযি কতৃক বর্ণিত, হাদিস নং – ১৪৪৭]

এই হাদিসের মাঝে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে আল্লাহ মহানের পক্ষ থেকে জমিনে কখন ভুমিকম্পের আজাব প্রদান করা হয় এবং কেন প্রদান করা হয়।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, মহান আল্লাহ মাঝে মাঝে পৃথিবীকে জীবন্ত হয়ে উঠার অনুমতি দেন, যার ফলে তখন বড় ধরণের ভূমিকম্প অনুষ্ঠিত হয়। তখন এই ভূমিকম্প মানুষকে ভীত করে। তারা মহান আল্লাহর নিকট তাওবা করে, পাপ কর্ম ছেড়ে দেয়, আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয় এবং তাদের কৃত পাপ কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মুনাজাত করে। আগেকার যুগে যখন ভূমিকম্প হত, তখন সঠিক পথে পরিচালিত সৎকর্মশীল লোকেরা বলত, 'মহান আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন।'

বিজ্ঞান কী বলে?

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে ভূপৃষ্ঠের নীচে একটি নির্দিষ্ট গভীরতায় রয়েছে কঠিন ভূত্বক। ভূত্বকের নীচে প্রায় ১০০ কি.মি. পূরু একটি শীতল কঠিন পদার্থের স্তর রয়েছে। একে লিথোস্ফেয়ার (Lithosphere) বা কঠিন শিলাত্বক নামে অভিহিত করা হয়। আমাদের পৃথিবী নামের এই গ্রহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কঠিন শিলাত্বক (লিথোস্ফেয়ার)সহ এর ভূপৃষ্ঠ বেশ কিছু সংখ্যক শক্ত শিলাত্বকের প্লেট (Plate) এর মধ্যে খন্ড খন্ড অবস্থায় অবস্থান করছে। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের আলোকে এই প্লেটের চ্যুতি বা নড়া-চড়ার দরুণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্প বিষয়ক কোরনতত্ত্ব

ভূমিকম্প বিষয়ে পবিত্র কোরানে সূরায়ে 'যিলযাল' নামে একটি সূরাই নাযিল করা হয়েছে। মানুষ শুধু কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয় এবং

ভূতত্ত্ববিজ্ঞানও এই কার্যকারণ সম্পর্কেই আলোচনা করে থাকে। কিন্তু কুরআনুল কারীম একই সাথে কোন ঘটনা ঘটার কার্যকারণ বর্ণনার পাশাপাশি উক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষনীয় বিষয় কি এবং এই ঘটনা থেকে অন্য আরো বড় কোন ঘটনা ঘটার সংশয়হীনতার প্রতি ইংগিত করে। ভূমিকম্প বিষয়ে কুরআনুল কারীমে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হল 'যিলযাল', যার অর্থ হল একটি বস্তুর নড়াচড়ায় অন্য আরেকটি বস্তু নড়ে ওঠা। দ্বিতীয় শব্দটি হল 'দাক্কা', এর অর্থ হল প্রচন্ড কোন শব্দ বা আওয়াজের কারণে কোন কিছু নড়ে ওঠা বা ঝাঁকুনি খাওয়া। পৃথিবীতে বর্তমানে যেসব ভূমিকম্প ঘটছে, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে কঠিন শিলাত্বকে চ্যুতি বা স্থানান্তরের কারণে। কিয়ামতের দিন আরেকটি ভূমিকম্পে পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে ধুলিকনায় পরিণত হবে এবং তা হবে ফেরেশেতা হযরত ইসরাফিলের (আ.) সিঙ্গায় ফুৎকারের কারণে, যাকে বলা হয় 'দাক্কা'। যা হবে এক প্রচন্ড আওয়াজ।

পৃথিবীতে মাঝে মাঝে কঠিন শিলাত্বকের স্থানান্তরের কারণে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প আমাদেরকে এ কথার প্রতি ইংগিত করে যে, একদিন ওই 'দাক্কা' সংঘটিত হবে, যার নাম কেয়ামত। তখন এই চাকচিক্যময় দুনিয়ার সবকিছুই ধ্বংসস্তপে পরিণত হবে। মানুষ যেন কিয়ামতকে ভুলে না যায়, দুনিয়াকেই তার আসল ঠিকানা মনে না করে, তাই মাঝে মাঝে মহান আল্লাহ ভূমিকম্পসহ আরো অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ দিয়ে মানুষকে সতর্ক করে থাকেন।

ভূমিকম্প একটি আজাব

আল্লাহ মহান পবিত্র কোরানে ইরশাদ করেছেন, বল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর, তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে) অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম, অথবা তিনি তোমাদের দল-উপদলে বিভক্ত করে একদলকে আরেক দলের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাতেও সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।" (সূরা আল আনআম : ৬৫)

আল-বুখারি তার সহিহ বর্ণনায় জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তোমদের উপর থেকে (আসমান থেকে) নাজিল হলো তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তোমার সম্মুখ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অথবা যখন, অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আজাব

নাযিল হলো, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আমি তোমার সম্মূখ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহিহ বুখারি, ৫/১৯৩)

আবূল-শায়খ আল-ইস্পাহানি এই আয়াতের তাফসিরে বর্ণনা করেন, "বল, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর, তোমাদের উপর থেকে (আসমান থেকে)- যার ব্যাখ্যা হলো, তীব্র শব্দ, পাথর অথবা ঝড়ো হাওয়া; আর অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে আজাব পাঠাতে সক্ষম- যার ব্যাখ্যা হলো, ভূমিকম্প এবং ভূমি ধ্বসের মাধ্যমে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ঢুকে যাওয়া।)

বান্দার ওপর আজাব কেন আসে?

হজরত আলী [রা.] হতে বর্ণত রসুল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] ইরশাদ করছেন, যখন আমার উম্মত যখন ১৫ টি কাজে লিপ্ত হতে শুরু করবে তখন তাদের প্রতি বালা মসীবত আপাতিতি হতে আরম্ভ করবে।

কাজগুলো হল:-

১. গণীমতের মাল ব্যাক্তিগত সম্পদে পরিণিত হবে।

২. আমানতের সম্পদ পরিনত হবে গনীমতের মালে।

৩. জাকাত আদায় করাকে মনে করবে জরিমানা আদায়ের ন্যায়।

৪. স্বামী স্ত্রীর বাধ্য হবে।

৫. সন্তান মায়ের অবাধ্য হবে।

৬. বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্বদব্যাবহার করা হবে।

৭. পিতার সাথে করা হবে জুলুম।

৮. মসজিদে উচ্চস্বরে হট্টোগোল হবে

৯. অসাম্মানী ব্যাক্তিকে জাতির নেতা মনে করা হবে।

১০. ব্যাক্তিকে সম্মান করা হবে তার অনিষ্ট থেকে বাচার জন্য।

১১. প্রকাশ্যে মদপান করা হবে।

১২. পুরুষ রেশমী পোষাক পরবে।

১৩. গায়িকা তৈরি করা হবে।

১৪. বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা হবে।

১৫.পুর্ববর্তী উম্মতদের (সাহাব, তাবে, তাবেঈন) প্রতি অভিসমাপ্ত করবে পরবর্তীরা।

এই কাজগুলি যখন পৃথিবীতে হতে শুরু হবে তখন অগ্নীবর্ষী প্রবল ঝড়, ভূমিকম্প ও কদাকৃতিতে রূপ নেয়ার অপেক্ষা করবে। এখন একটু চিন্তা করা উচিত যে আমরা এগুলোর মাঝেই লিপ্ত রয়েছি। আর যখন আমাদের উপর মুসীবত আসে তখন প্রকৃতির বা মানুষের বা অন্যান্য জিনিসের দোষ দেই। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন আমরা হই তা আসলে আমাদের গুনাহের কারনেই এত আযাব।

ভূমিকম্প হলে করনীয় কি?

যখন কোথাও ভূমিকম্প সংগঠিত হয় অথবা সূর্যগ্রহণ হয়, ঝড়ো বাতাস বা বন্যা হয়, তখন মানুষদের উচিত মহান আল্লাহর নিকট অতি দ্রুত তওবা করা, তাঁর নিকট নিরাপত্তার জন্য দোয়া করা এবং মহান আল্লাহকে অধিকহারে স্মরণ করা এবং ক্ষমা প্রার্থনা করা যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূর্য গ্রহণ দেখলে বলতেন, যদি তুমি এরকম কিছু দেখে থাক, তখন দ্রুততার সাথে মহান আল্লাহকে স্মরণ কর, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। [বুখারি ২/৩০ এবং মুসলিম ২/৬২৮]

বর্ণিত আছে যে, যখন কোন ভূমিকম্প সংগঠিত হতো, উমর ইবনে আব্দুল আযিয (রহ) তার গভর্ণরদের দান করার কথা লিখে চিঠি লিখতেন।

ভূমিকম্প একটি কেয়ামতের আলামত

আবূল ইয়ামান (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম] বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্*ম উঠিয়ে নেওয়া হবে, অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। (হারজ অর্থ খুনখারাবী) তোমাদের সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, উপচে পড়বে। [সহিহ বুখারি, অধ্যায় : ১৫/ বৃষ্টির জন্য দুআ, হাদিস নাম্বার : ৯৭৯]

পবিত্র কোরানের একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জলে স্থলে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তা মানুষেরই কৃতকর্মের ফল। আল্লাহপাক মানুষের অবাধ্যতার অনেক কিছুই মাফ করে দেন। তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়। কোরান নাজিল হওয়ার পূর্বেকার অবাধ্য জাতি সমূহকে আল্লাহপাক গজব দিয়ে ধ্বংস করেছেন। সে সবের অধিকাংশ গজবই ছিল ভূমিকম্প। ভূমিকম্প এমনই একটা দুর্যোগ যা নিবারন করার মতো কোন প্রযুক্তি মানুষ আবিষ্কার করতে পারে নাই। এর পূর্বাভাষ পাওয়ার মতো কোন প্রযুক্তিও মানুষ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেনাই। হাদিস শরীফেও একাধিকবার বলা হয়েছে যে, মানুষের দুষ্কর্মের জন্যই ভুমিকম্পের মতো মহা দুর্যোগ ডেকে আনে। কুরআন এবং হাদিসে আদ, সামুদ, কওমে লুত এবং আইকার অধিবাসীদের ভুমিকম্পের দ্বারা ধ্বংস করার কাহিনী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটু ভাবুন তো...

সামান্য এই ভূমিকম্পেই সম্পদের মায়া ছেড়ে আমরা রাস্তায় নামছি। এটা যখন আরো বাড়বে, তখন সম্পর্কের মায়াও ছেড়ে দেবো আমরা। নিজেকে বাচানোর চেষ্ঠায় ব্রতী হবো সবাই। যখন তা রচাইতেও আরো বাড়বে তখন যেই মা দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনিও তার বাচ্চাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন, গর্ভের শিশুকেও বের করে দেবেন। ভূমিকম্পের সময় কে কি বস্থায় ছিলাম, কে টের পেয়েছে, কে টের পায়নি, চেয়ার টেবিল নড়ছিলো কিনা, ফ্যান দুলছিলো কিনা- এই সব গবেষণা পরে করলেও হবে। আগে করা দরকার তওবা, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। সবচেয়ে বড় কথা হল, এটি আল্লাহ কর্তৃক একটি নিদর্শন। যাতে করে মানুষ স্বীয় অপরাধ বুঝতে সক্ষম হয়। ফিরে আসে আল্লাহর পথে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আন্তরিকতার সাথে খাটি তওবা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আল্লাহর অবাধ্যতার কারনে, সিমালংঘনের দরুন ভূমিকম্পের মত গজব আসে। (নাউজুবিল্লাহ)
এ ব্যাপারে পবিত্র ক্বোরআনের কয়েকটি আয়াত স্মরন করিয়ে দিচ্ছিঃ-

১। অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (আল আ'রাফঃ৭৮)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧: ٧٨﴾

২। অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (আল আ'রাফঃ ৯১)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٧: ٩١﴾

৩। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (আল আনকাবুতঃ ৩৭)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٢٩: ٣٧﴾

৪। অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম। (হুদঃ ৮২)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ [١١:٨٢]

৫। অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্থর বর্ষণ করলাম। (আল হিজরঃ৭৪)

فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ [١٥:٧٤]

৬। তিনিই (আল্লাহ) জনপদকে শুন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। (আন নাজমঃ৫৩)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ [٥٣:٥٣]

৭। আর মূসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুত সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথ ভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে।

তুমি যে আমাদের রক্ষক-সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুনা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। (আল আ'রাফঃ১৫৫)

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ ۖ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ۖ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿٧:١٥٥﴾

৮। যেদিন (কেয়ামতের দিন) প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, (আন নাজিয়াতঃ ৬)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٧٩:٦﴾

৯। যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী। এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা। (আল ওয়াক্বিয়াঃ৪-৬)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا [٥٦:٤]

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا [٥٦:٥]

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا [٥٦:٦]

১০। সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে। এবং পর্বতমালা হবে চলমান, (আত তুরঃ৯-১০)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا [٥٢:٩]

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا [٥٢:١٠]

১১। যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে এবং মানুষ বলবে, এর কি হল ? সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (আয যিলযালঃ১-৪)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا [٩٩:١]

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا [٩٩:٢]

وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا [٩٩:٣]

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [٩٩:٤]

১২। যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বালুকাস্তুপ। (আল মুযযাম্মিলঃ১৪)

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿٧٣: ١٤﴾

১৩। হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার। (আল হাজ্জঃ১)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢: ١﴾

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৫৮৯

দাজ্জালের সাময়িক বিশ্রামস্থল ও প্রাসাদ তৈরী হয়ে গেছে!!! তা-ও মদীনার অদূরে!!! লোকচক্ষুর ó

আহমাদ মুসা

Member

০১-২২-২০১৬

ওয়াদী আকিক (Wadi Aqiq). পবিত্র মদীনার পাশ্ববর্তী একটি শহর। এ শহর সম্পর্কে নবী করিম সা. বলেনঃ “হে আনাস, এখান থেকে তোমার পানির পাত্র ভরে নাও। এ শহর আমাকে ভালবেসেছে। আমিও এ শহরকে ভালবাসি। ”

শহরের অদূরে দৃশ্যমান একটি বিশাল পাহাড়। এর চূড়ায় নিভৃত রহস্যময় বিশাল প্রাসাদ (An Ominous Palace)। এর অফিসিয়াল নাম Kingdom Palace. এলাকার স্থানীয় লোকেরা এটি দাজ্জালের প্রাসাদ বলে (Dajjal’s Palace)। পাহাড়ের কাছেই জায়গাটির নাম জুর্ফ (Jurf). এ জুর্ফ সম্পর্কে নবী করিম সা. বলেনঃ দাজ্জাল সারা দুনিয়ার সব শহর ঘুরে বেড়াবে। চষে বেড়াবে। চক্কর দেবে, কিনতু মক্কা ও মদীনার ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না। সে মদীনার সীমানার বাইরে জুর্ফ এর সংলগ্ন পাহাড় হাবসীতে (Jabal Habshi i.e Mount Hahshi) উঠবে। এ সময় মদীনাতে ৩ বার প্রচন্ডভাবে কেপে উঠবে। সমস্ত মুনাফিক ও ক্বাফের আতঙ্কিত হয়ে মদীনা ত্যাগ করবে। (মুসলিম)।

এ সময় মদীনার ৭টি প্রবেশ পথ থাকবে। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথে দুইজন ফেরেশতা পাহাড়ায় থাকবে। তাদের বাঁধার কারণে দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে

পারবে না। তারা দাজ্জালকে সিরিয়ার দিকে তাড়িয়ে দেবে যেখানে ইমাম মাহাদী আ. আগে থেকে অবস্থান করবেন। অনতিবলম্বে হজরত ঈসা আ. আসমান থেকে অবতরণ করবেন। এবং দাজ্জালকে নিজ হাতে হত্যা করবেন।

জানা যায় এই ৭টি প্রবেশ পথ ইতোমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

One road coming from Jeddah,

The other coming from Makkah,

Another coming from Rabigh,

One from the airport,

Another from Tabouk,

And ২ (two) from surrounding areas.

এই Palaceটি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

আরো গভীরে যাওয়া যাক।

নবী করিম সা. বলেন, " আমার ৫টি নাম। এক. আমি মোহাম্মদ। দুই. আমি আহামদ। তিন. আমি মাহী। চার. আমি হাশির। পাঁচ. আমি আকিব। (বোখারী)।

নিচের হাদীছটি দূর্বল। তবে এটি আগের হাদীসের সাথে প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কিত হওয়ায় উল্লেখ করা হলো।

হাদীছটি হলোঃ

একদিন নবী করিম সা. তার সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, –

"ভাষণ দান করার দিন। ভাষণ দান করার দিন। ভাষণ দান করার দিন। ৩ বার উচ্চারণ করেন। (The Day of Deliverance! The Day of Deliverance! The Day of Deliverance!)

এ কথা বলার পর সাহাবারা জিজ্ঞস করেন, "ভাষণ দান করার দিন কি?" এর মানে কি?

জবাবে নবী করিম (সা) বলেন –

“ দাজ্জাল আসবে। হাবসী পর্বতে (Jabal Habshi) আরোহণ করবে। মদীনার দিকে দৃষ্টিপাত করবে। এবং তার সঙ্গী সাথীদের উদ্দেশ্যে বলবে –

“ তোমরা দূরে ঐ সাদা প্রাসাদটি দেখতে পাচ্ছো? ঐটি হলো ‘আহামদের প্রাসাদ’” অর্থাৎ মসজিদে নবী সা.

তারপর সে মদীনায় প্রবেশের উদ্দেশ্যে জুর্ফ এ অবস্থান করবে। এবং ঘাঁটি গাড়বে। এবং আশেপাশের এলাকা এবং মদীনা থেকে ছিঁটকে বেরিয়ে পড়া সমস্ত মুনাফিক, ক্বাফের তার দলে ভিড় করবে। এরপর নবী করিম সা. বলেন “এটাই হলো ‘ভাষণ দান করার দিন”। (Hadith, About the signs of the hour:Mustafa Al-Adawi)
নিচে দাজ্জালের প্রাসাদ এবং মসজিদে নবী এক লাইনে দেখুন। সাদা সুতোর মত লাইন টেনে দেখানো হয়েছে। এ দুই জায়গার দূরত্ব ৭ কি.মি.

এখন প্রশ্ন হলো হাবসী পর্বত (Jabal Hahshi) এবং দাজ্জালের প্রাসাদ (Kingdom Palace) বাস্তবে আছে কি? কারো কারো সন্দেহ সৃষ্টি হতেই পারে? চলুন দেখা যাক গুগল আর্থ (Google Earth) কী বলে?

এখানে দেখা যাচ্ছে মদীনা শহরের সীমানা থেকে জুর্ফ তথা জবল হাবসী ৭ কি.মি. দূরত্বে। ভিডিওটি দেখুন। গুগল আর্থে মসজিদের মিনারের সমুজ্জল আলো দেখা যাবে না। কিন্তু তা’ হাবসী পাহাড়ের চূড়া থেকে অবশ্যই ক্লিয়ার দেখা যাবে। কারণ মসজিদের মিনারগুলো আশে পাশের ভবন থেকে অনেক উঁচুতে।

অতএব বোঝা গেল দাজ্জালের প্রাসাদ তথা Kingdom Palace বাস্তবে অস্তিত্বে আছে। এবং মসজিদে নবী আলোকিত মিনারগুলো সাদা এবং আশেপাশের ভবন থেকে উঁচু হওয়ায় সহজে পাহাড়ের চূড়া থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। উল্লেখ্য দাজ্জাল নিজেই তার সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলবে “ঐ সাদা মসজিদ” “আহামদের মসজিদ”। সব কিছুই মিলে প্রমাণিত হয় যে এটিই দাজ্জালের প্রাসাদ।

সংগৃহীত
https://allahordikeahban.wordpress.c...৬%BE%E০%A৬%AE/

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৮৩০

আসুন সূরা কাহাফ থেকে অল্প কিছু কথা জেনে নেই.....

Amer ibn Abdullah

Member

১০-১০-২০১৬

কখনো ভেবে দেখেছেন কি কেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের প্রতি জুমু'আর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করতে বলেছেন? আসুন জানার চেষ্টা করি,

এই সূরাটিতে মোট চারটি শিক্ষণীয় ঘটনা আছে, প্রতিটি ঘটনাতেই আছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশ। আসুন সেই ঘটনাগুলো ও তার শিক্ষাগুলো কি জানার চেষ্টা করিঃ

১) গুহাবাসী যুবকদের ঘটনাঃ সূরার শুরুতেই সেই গুহাবাসী যুবকদের ঘটনার বর্ণণা দেয়া হয়েছে যারা এমন একটি জনপদে বসবাস করত যার অধিবাসীরা ছিল অবিশ্বাসী ও সীমালংঘনকারী। কাজেই যুবকেরা সেই নষ্ট সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, 'এদের সাথে আর নয়'। তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আল্লাহর দীনের প্রতি ভালোবাসা থেকে উজ্জিবীত হয়ে সেখান থেকে হিজরত করলেন। আল্লাহ তাদেরকে গুহাতে আশ্রয় দিলেন এবং সূর্যালোক থেকে নিরাপদে রাখলেন। বহু বছর পর যখন তাদের ঘুম ভাঙ্গলো তাঁরা দেখলেন সেই জনপদের অবিশ্বাসী লোকেরা বিদায় নিয়েছে এবং ভালো লোকদের দ্বারা মন্দ লোকেরা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

শিক্ষাঃ ঈমানের উপর পরীক্ষা।

২) দুইটি বাগানের মালিক ব্যক্তির ঘটনাঃ একজন লোক যাকে আল্লাহ দুইটি প্রাচুর্যময় সুন্দর বাগান দিয়ে ধন্য করেছিলেন, কিন্তু লোকটি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে গেল এমনকি পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদার উপর সন্দেহ পোষণ করল। কাজেই, এই অকৃতজ্ঞ লোকটির বাগানকে আল্লাহ

তায়ালা বিরান করে দিলেন-সে অনুতপ্ত হল, কিন্তু ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং তার এই অসময়ের অনুশোচনা তার কোন উপকারে আসল না। শিক্ষাঃ সম্পদের উপর পরীক্ষা।

৩) খিজির ও মুসা আলাইহি সালাম এর ঘটনাঃ যখন মূসা আলাইহি সালামের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে?" তিনি উত্তর করেছিলেন, "আমি"...কিন্তু আল্লাহ তাঁর কাছে উন্মোচন করে দিলেন যে, এমন এক ব্যক্তি আছেন যাকে আল্লাহ তাঁর চেয়েও বেশি জ্ঞান দান করেছেন। মুসা আলাইহি সালাম সেই ব্যক্তির সাথে ভ্রমণ করলেন এবং দেখলেন, শিখলেন কিভাবে অনেক সময় আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের কারণে এমন অনেক ঘটনা ঘটান যেগুলো আমাদের চোখে খারাপ বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো মানুষের ভালোর জন্যেই করা হয়।

শিক্ষাঃ জ্ঞানের উপর পরীক্ষা।

৪) যুলকারনাইনঃ এটা সেই ক্ষমতাধর বাদশাহর ঘটনা যাকে একই সাথে জ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল এবং তিনি সেই উভয় দানের শুকরিয়াস্বরুপ মানুষের উপকারে এবং কল্যাণে তা ব্যয় করতেন। তিনি জনপদের লোকদের ইয়াজুজ মাজুজ এর সমস্যার সমাধান করে দিলেন এবং একটি বিশাল প্রাচীর নির্মাণ করে দিলেন।

শিক্ষাঃ ক্ষমতার উপর পরীক্ষা।

সূরাটির মাঝামাঝি আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ইবলিসের কথা যে এই পরীক্ষাগুলোকে আরও কঠিন করে দেয়,

"যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললামঃ 'আদমকে সেজদা কর', তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্যে খুবই নিকৃষ্ট বদল"। (সূরা কাহাফ ৫০)

আসুন, এবারে জেনে নেয়া যাক, সূরা কাহাফ এবং দাজ্জালের মধ্যে কিসের সম্পর্ক?

আমরা সকলেই জানি যে দাজ্জাল আবির্ভুত হবে শেষ সময়ে কিয়ামতের একটি বড় লক্ষণ হিসেবে।

সে কিন্তু এই চারটি ফিতনা একত্রে নিয়ে আসবেঃ

••▶ সে মানুষকে আদেশ করবে যেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার ইবাদত করে ঈমানের উপর পরীক্ষা

••▶ তাকে বৃষ্টি বর্ষণ/ অনাবৃষ্টি সৃষ্টির ক্ষমতা দেয়া হবে এবং সে মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে লোভ দেখাবে সম্পদের উপর পরীক্ষা।

••▶ সে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলে দিবে তার 'জ্ঞান' এবং নানারকম সংবাদ প্রদান করে জ্ঞানের উপর পরীক্ষা।

••▶ সে পৃথিবীর এক বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করবে ক্ষমতার উপর পরীক্ষা ।

বর্তমান পৃথিবী কি বিশেষভাবে এই চার ধরনের ফিতনায় আক্রান্ত হয় নি?? আমাদের চারপাশে আমরা যদি একটু ভালোভাবে লক্ষকরি, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার দেয়া চর্ম চক্ষু ও হৃদয় চক্ষু এই দুইটি যদি সুস্থ থাকে তবে আমরা অবশ্যই বুজতে পারবো যে আমরা এখন দাজ্জালের আগমনের খুব নিকট সময়ে অবস্থান করতেছি।

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করার পূর্বে এই পৃথিবীতে যেরকম পরিস্থিতি এবং অবস্থা বিরাজ করবে আজ পৃথিবী সেরুপই হয়ে গেছে।দাজ্জাল এর আগমনের পূর্বের সকল কাজই সুচারুরুপে মেনেজ করতেছে তারই অঘোষিত চেলা-চামুণ্ডারা এবং তার বাহিনীগুলো এই চেলা-চামুণ্ডাদের অধীনেই আল্লাহ্*র মুমিন বান্দাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে।

বিস্তারিত জানার জন্য মাওলানা আসেম উমার(হাফিজাহুল্লাহ) এর রচিত "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল","ইমাম মাহদির দোস্ত ও দুশমন", বারমুডা ট্রাই-এঙ্গেল ও দাজ্জাল" এই কিতাব গুলো মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত।
****

••▶এই সময়ে সেই তো সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে নিজেকে

পাহাড়ে,গুহায়,জঙ্গলে,মরুভুমিতে অবস্থানরত মুজাহিদীন দের সাথে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে।

••▶এই সময়ে তো সেই সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে সর্বদা ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে(জিহাদের জন্য সদা-প্রস্তুত)।

••▶এই সময়ে সেই তো সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে শাহাদাতের তামান্নায় মৃত্যু কে সকলস্থানে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

••▶ এই সময়ে সেই তো সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে দাজ্জালের চেলা-চামুণ্ডা(তাগুত,মুরতাদ,কাফির,মুশরিক) দের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করে এবং তাদের অমান্য করার স্পষ্ট ঘোষণা দেয় ।

••▶ এই সময়ে সেই তো সবচেয়ে নিরাপদ যে নিজের ঘরের সকল নতুন-পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করে মুজাহিদীনদের সাথে যোগ দিয়েছে।

••▶এই সময়ে সেই তো সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে বরফের উপর হামাগুরি দিয়ে হলে ও ইমাম মাহদির ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনির(আল-কায়েদা এবংতালেবান ইংশাআল্লাহ) নিকট পৌঁছে গেছে।

হায় আমরা যদি সত্যিকারভাবে আমাদের রবের কিতাব এবং আমাদের নাবীর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিস গুলো কে উপলব্ধি করতে পারতাম!!!

****

"মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলুল্লাহর প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।"(সূরাঃতাওবা,আয়াতঃ১২০)

সূরা কাহাফের ফজিলত এবং গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু হাদিসঃ

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করে, তাকে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা করা হয়; জামে তিরমিযীতে তিনটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ মুসলিমে শেষ দশটি আয়াতের বর্ণনা আছে। সুনান নাসায়ীতে সাধারণভাবে দশটি আয়াতের বর্ণনা রয়েছে। _ ইবন কাসীর।

আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম ১৭৬০ ইফা)

বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ এক ব্যক্তি 'সূরা কাহাফ' পড়েছিলো। সেই সময়ে তার কাছে মজবুত লম্বা দুটি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এই সময় একখণ্ড মেঘ তার মাথার উপরে এসে হাজির হলো। মেঘ খণ্ডটি ঘুরছিলো এবং নিকটবর্তী হচ্ছিল। এ দেখে তার ঘোড়াটি ছুটে পালাচ্ছিল। সকাল বেলা সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ঐ বিষয়টি বর্ণনা করলো। একথা শুনে তিনি বললেনঃ এটি ছিল (আল্লাহর তরফ থেকে) রহমত বা প্রশান্তি (সাকিনা) যা কুর'আন পাঠের কারণে নাযিল হয়েছিলো। (মুসলিম ১৭৩৩ ইফা)

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে তার জন্য এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত নূর হবে।

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয় তবে সে দাজ্জালের ফিৎনা থেকেও মুক্ত থাকবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে এক জুমা থেকে অপর জুমা পর্যন্ত তার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(তবে উল্লিখিত গুনাহ মাফ হওয়ার দ্বারা সগিরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কারণ ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্য যে, কবিরা গুনাহ তওবাহ করা ছাড়া মাফ হয় না।)

একটি গুরুত্বপূর্ণ দুয়াঃ

আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন); রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে যেভাবে কুর’আন মাজীদের সূরা শিখাতেন ঠিক তেমনিভাবে এই দুয়াটিও শিখাতেন। দুয়াটি হলঃ ‘আল্লাহুম্মা ইন্না না’উযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবর, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতা”- হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। (মুসলিম, ইফা ১২২০)

"মদীনাবাসী ও পাশ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলুল্লাহর প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়-তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয়ে নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।"(সূরাঃতাওবা,আয়াতঃ১২০)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫০৩৪

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

topu ahmed

Senior Member

১১-১৩-২০১৬

আসসালামু আলাইকুম। শায়েখ আব্দুল মালেক (দা.বা) কওমি ঘরনার একজন সম্মানীত আলেম। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মুকারক (রাহিমাহুল্লাহ) রচিত কিতাবুল জিহাদের বাংলা সংস্করনের ভুমিকায় জিহাদ সংক্রান্ত বেশ কিছু বিভ্রানিন্তির জবাব দিয়েছেন। ইংশাআল্লাহ আমি শায়েখের লেখাগুলো হুবুহু এই সিরিজে তুলে ধরব।

বিভ্রান্তি ১ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার সকল প্রচেষ্টাই কি জিহাদ?

উত্তরঃ কোন কোন বন্ধুকে বলতে শোনা যায় যে, ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ ,দ্বীন প্রতিষ্ঠা বা দ্বীনের প্রাচার প্রসারের নিমিত্তে যে কোন কর্ম-প্রচেষ্টাই জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। বলা বাহুল্য "জিহাদ" আভিধানিক অর্থে শারীয়ত সম্মত সকল কাজকে বোঝায় এবং শরীয় নুসুস সমুহের(কুরআন ,হাদিসের ভাষায়) কোথাও কোথাও এই শব্দটি জিহাদ ছাড়া অন্য অনান্য দ্বীনি মিহনতের ব্যাপারেও ব্যাবহৃত হয়েছে কিন্তু জিহাদ যা শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা এবং যার অপর নাম, "ক্বিতাল ফি সাবিলিল্লাহ" তা কখনই এই সাধারন কর্ম প্রচেষ্টার নাম নয় বরং **এই অর্থে জিহাদ হলো , "আল্লাহ্*র কালিমা বুলন্দ করার জন্য ,ইসলামের হিফাজত করার ও এর মান মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য , কুফরের শক্তিকে চুরমার এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তিকে বিলুপ্ত করার জন্য কাফের মুশরেকদের সাথে যুদ্ধ করা"।**

ফিকহের কিতাবসমুহে এই জিহাদের বিধি-বিধাব উল্লেখিত হয়েছে। সীরাত সমুহে এই জিহাদেরই নববী যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে, কুরআন হাদিসে জিহাদের ব্যাপারে যে বড় বড় ফযিলতের কথা বলা হয়েছে তা এই জিহাদের ব্যাপারেই বলা

হয়েছে এবং এই জিহাদে শাহাদাতের মর্যাদায় বিভুষিত ব্যাক্তিই হলেন প্রকৃত "শহীদ" । **শরীয় নুসুস এবং শরীয় পরিভাষাসমুহের উপর নেহায়েত জুলুম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অনান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়।** এটা এক ধরনের অর্থের বিকৃতি সাধন ,যা থেকে বেচে থাকা ফরয। তালীম , তাযকিয়া ,দাওয়াত ও তাবলীগ , ওয়ায ও নসিহত বা দ্বীন প্রতিষ্টায় রাজনৈতিক ভাবে কোন কর্ম প্রচেষ্টা (যদি শারীয় নীতিমালা ও ইসলামী নির্দেশনার মোতাবেক হয় তবে তা, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকারের একটি নতুন পদ্ধতি) এসবই স্ব স্ব স্থানে কাম্য বরং এসব কর্মপ্রচেষ্টার দ্বীনের এক একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এসবের ভিন্ন ফাযাইল , ভিন্ন আহকাম এবং ভিন্ন মাসাইল রয়েছে এবং কোনটিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কিন্তু এসবের কোনটাই এমন নয় যে যাকে পারিভাষিক জিহাদের অন্তভুক করা যায় এবং যার ব্যাপারে জিহাদের ফাযাইল ও আহকাম আরোপ করা যায়। এই বিষয় ভালোভাবে অনুধাবন ও মনে রাখা নেহায়েত জরুরী ,কেননা আজকাল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইসলামের বহু পরিভাষার মধ্যে পূর্ন বা আংশিক তাহরীফের (বিকৃত সাধন) প্রবানতা দেখা যায়।

কেও তাবলীগের কাজকে জিহাদ বলছেন, কেও তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা ববং ইলেকশনে অংশগ্রহন করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকেও তো এও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনৈতির অন্ধ অনুসরন ও জিহাদের শামিল। আল্লাহ্*র কাছে পানাহ !

কমেন্ট

Abdullah Ibnu Usamah

Senior Member

১১-১৩-২০১৬

কিতাবুল জিহাদের ভূমিকায় মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব দাঃবাঃ লিখেছেন
"শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুলম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয"।
"কেউ তাবলীগের কাজকে 'জিহাদ' বলছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকেতো এও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল। আল্লাহর পানাহ!"

"শরয়ী নুসূস এবং শরয়ী পরিভাষাসমূহের উপর নেহায়েত জুলম করা হবে যদি আভিধানিক অর্থের অন্যায় সুযোগ নিয়ে পারিভাষিক জিহাদের আহকাম ও ফাযাইল দ্বীনের অন্যান্য মেহনত ও কর্ম প্রচেষ্টার ব্যাপারে আরোপ করা হয়। এটা এক ধরনের অর্থগত বিকৃতি সাধন, যা থেকে বেঁচে থাকা ফরয।"

"কেউ তাবলীগের কাজকে 'জিহাদ' বলছেন, কেউ তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কাজকে, আবার কেউ রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা বরং ইলেকশনে অংশগ্রহণ করাকেও জিহাদ বলে দিচ্ছেন। কারো কারো কথা থেকেতো এও বোঝা যায় যে, পাশ্চাত্য রাজনীতির অন্ধ অনুসরণও জিহাদের শামিল। আল্লাহর পানাহ!" মুফতী আবদুল মালেক ছাহেব দাঃ

এতটুকু কথা যদি প্রত্যেকটি মাদরাসার দেয়ালিকায় লিখে দেওয়া যেতো!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?৫৫১৪